মহাপুরুষচরিত।

প্রথম খণ্ড।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত।

"যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মার জ্ঞান রাখে না সে ব্যতীত কে এব্রাহিমের
ধর্ম্মহইতে বিমুখ হয়? সত্যই আমি তাহাকে ইহলোকে
গ্রহণ করিয়াছি, এবং সত্যই সে পরলোকে
সাধুদিগের একজন।" (কোরাণ)

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪।

মূল্য ।০ মাত্র।

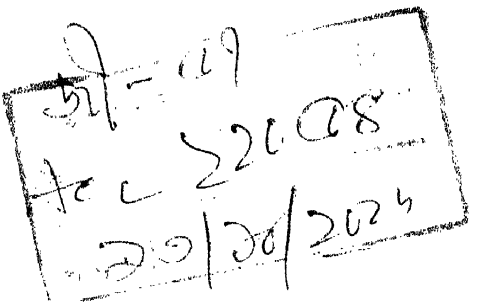

ভূমিকা।

মানবজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, মহাপুরুষ ও সাধারণ মনুষ্য। মহাপুরুষ যে সকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তি লাভ করিয়া যেরূপ অসাধারণ কার্য্য সাধন করেন, সাধারণ মনুষ্য তদ্রূপ কখন সংসাধন করিতে সক্ষম নহে। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত; তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরহইতে ধর্ম্মালোক জ্ঞানালোক লাভ করিয়া প্রভূত তেজ ও শক্তি সহকারে জগতে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। সাধারণ মনুষ্যগণ মহাপুরুষদিগের উপদেশ, জীবনের দৃষ্টান্ত ও আলোক অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ সকল স্থানে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না, যখন পৃথিবীর বা দেশ বিশেষের বিশেষ অভাব ও দুরবস্থা হয় তখন পরমেশ্বর এক এক জন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার জীবন দ্বারা সেই অভাব মোচন ও অবস্থার সংশোধন করিয়া লন। ধর্ম্মবিষয়ে বিজ্ঞান, কাব্য ও অন্য অন্য বিষয়ে জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। যথা এব্রাহিম মুসা ঈসা মোহম্মদ বুদ্ধ নানক চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ে মহাপুরুষ; সক্রেটিস, নিউটন গেলিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ে, কালিদাস, সেক্‌স্‌পিয়র, ফরদোসী প্রভৃতি কাব্য বিষয়ে মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি ঈদৃশ মহা কার্য্য সম্পাদন করেন যাহা অন্য লোকে সম্পাদন করিতে পারে না তিনিই মহাপুরুষ। অনেকে মনে করেন যে আমরাও চেষ্টা যত্ন করিলে ঈসা মুসা সক্রেটিস ও কালিদাস হইতে পারি, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহারা চেষ্টা যত্ন করিয়া জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সাধু ভক্ত জ্ঞানী কবি হইতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষ হইতে পারেন না। মহাপুরুষদিগের জীবনের সেই মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও অলৌকিকতা তাঁহাদের প্রাপ্য নহে। প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষের

অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অতএব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ কাহাকে বলে তাহার বিশেষ লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকও বলা হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও মহা ধার্ম্মিক হোজ্জতোল্‌এস্‌লাম-আবুহামেদমোহম্মদ গজালি স্বরচিত কিমিয়ায়সাদতনামক প্রসিদ্ধ পারস্য ধর্ম্ম গ্রন্থে তত্ত্ববাহকের এই-রূপ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন "ঈশ্বর যাঁহার প্রতি মানব জাতির কল্যাণ প্রদর্শনের পথ মুক্ত করিয়াছেন, যিনি তাহা লোকের নিকটে প্রচার করেন এইরূপ ব্যক্তিই স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক এবং যে কল্যাণের পথ প্রদ-র্শিত হয় তাহাই ধর্ম্মবিধি।" ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মালোক লাভ করিয়া জগতে তাহা বিস্তার করেন, ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রত্যাদেশ প্রচার করিয়া বিষয়াসক্ত বিপথগামী লোকদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদের চির জীবনের ব্রত। তাঁহারা ঈশ্বরের একান্ত অনুগত ভৃত্য ও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া এই মহাব্রত সাধনে প্রাণ-পণে যত্ন করেন, প্রভুর আজ্ঞা পালন ব্যতীত তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না, তজ্জন্যই তাঁহাদের জীবন ধারণ। এই মহাপুরুষদের জীবনের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়, পৃথিবী নূতন শ্রী ধারণ করে, নর নারী চিরকাল পুণ্য প্রেম সত্য তাঁহাদের নিকটে লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জগতে নূতন আলোক ও নূতন সত্য দান করিবার জন্য আবির্ভূত হন, ভ্রম কুসংস্কার কর্দ্দমে জড়িত সত্যরত্নকে উদ্ধার করিয়া নূতন আকারে প্রকাশ করেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধান সকলকে সুসজ্জিত সমুন্নত বেশে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের জীবনের তেজ ও প্রতাপে ভূপালগণ পর্য্যন্ত ভীত ও কম্পিত হন। পাপাসক্ত কপট বিষয়ী লোক ও পুরাতন প্রিয় স্বার্থপর কুসংস্কারান্ধ মানবগণের পক্ষে মহাপুরুষদিগের জীবনের তেজ ও তাঁহাদের প্রচারিত নূতন আলোক সহ্য করা দুষ্কর হয়। তাহারা মহাপুরুষদিগকে নানা-প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা করিতে এবং তাঁহার শোণিতপাত ও প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করে না। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রায় কোন মহাপুরুষই জীবদ্দশায় লোকের নিকটে আদৃত হন না। কেবল পরি

ত্রাণার্থী সত্যপিপাসু লোকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন। তিনি কতিপয় চিহ্নিত অনুবর্ত্তীর সাহায্যে জগতে বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। পূর্ব্বতন কোন মহাপুরুষ যোগ, কেহ বা ভক্তি, কেহ বৈরাগ্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত বিধির অনুসরণে সিদ্ধ হইয়া যোগী ভক্ত বৈরাগী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি নানা প্রকার লাঞ্ছিত অপমানিত অনলে দগ্ধ বা ক্রুশে নিহত হইয়াছেন পরে সেই মহাপুরুষকেই লোকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে। জীবদ্দশায় মহাপুরুষের পরীক্ষা সংগ্রাম কষ্ট যন্ত্রণার সীমা থাকে না। একে তিনি জগতের পাপ ও দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া সর্ব্বদা আকুল, তাহার উপরে আবার বিধানবিরোধী অহঙ্কারী পাষণ্ড লোকদিগের দ্বারা সত্যের অবমাননা ও নানা প্রকার অত্যাচার। তিনি একমাত্র প্রভুর প্রসন্নাননের প্রতি আশা ও বিশ্বাসপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করিয়া সমুদায় সহ্য করেন। পরিণামে সকল অন্ধকার কাটিয়া দুরাশয় বিধানবিরোধীদিগের পরাজয় সত্যের জয় হয়, জগতে স্বর্গের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ পায়। লীলাময় হরি মহাপুরুষগণের আত্মাতেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হন। মহাপুরুষগণ যে, সকল বিষয়ে পূর্ণ ও অভ্রান্ত তাহা নহে, তাঁহারা যে বিধি ও যে সত্য বিশেষ ভাবে প্রচার করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও নিয়োজিত তদ্বিষয়ে অভ্রান্ত। মহাপুরুষও অন্য অন্য মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন; তিনি মনুষ্য বৈ ঈশ্বর নহেন, সুতরাং তাঁহাতে অপূর্ণতা থাকিবেই। কোরাণশরিফে ঈশ্বরের উক্তি স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে "বল (হে মোহম্মদ,) আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহি।" মহাপুরুষদিগের মানবীয় ভাব ও দুর্ব্বলতাদি আমরা ভাবিব না, তাঁহাদের জীবনে যে ঐশ্বরিক অংশ ও দেবত্ব বিরাজমান তাঁহাকে আদর ও শ্রদ্ধা করিয়া আমরা আমাদের চরিত্রকে তাঁহাদের দেব চরিত্রে পরিণত করিব। তাঁহাদের প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্যাদি আমাদের জীবনের অন্ন পান হইবে। নববিধান কোন বিশেষ মহাপুরুষের পক্ষপাতী নহেন, বিশেষ মহাপুরুষে নিবদ্ধ

নহেন, সকল দেশের সকল জাতীয় মহাপুরুষকে আদর করেন। তিনি সমুদয় মহাপুরুষের সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত। বর্ত্তমান বিধানবাদিগণ এ প্রদেশের কি ভিন্ন দেশের কি হিন্দু জাতীয় কি ইহুদি কি মোসলমান সকল দেশের সকল জাতীয় মহাপুরুষকে শিরোধার্য্য করিতেছেন, সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

পরলোকগত মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত আলোচনা ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হওয়ার অন্য উপায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল তাঁহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি জীবনচরিতের ভিতর দিয়াই তাঁহারা স্বস্ব জীবনের আলোক বিকীর্ণ করিয়া নর নারীর আত্মাকে আলোকিত করিতেছেন। নব বিধান মণ্ডলীর কোন সুযোগ্য ভ্রাতা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত সুললিত বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিয়া সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তিনি এইক্ষণ মহাপুরুষ ঈশার পবিত্র চরিত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ মহাপুরুষ শাক্যসিংহের চরিতামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। মহাপুরুষ নানকের জীবন চরিতও লিখিত হইয়াছে, সত্বরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। পশ্চিম এসিয়া মহাতেজস্বী পুরুষরত্ন মহাপুরুষদিগের আকর। তুরুষ্ক ও আরব্য ভূমিতে কিয়ৎকাল অন্তর এক এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এতাধিক জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। মহাপুরুষ এব্রাহিমকে তত্রত্য প্রায় সমুদায় মহাপুরুষের আদি পিতা বলা যাইতে পারে। মুসা ঈসা দাউদ সোলয়মান মোহম্মদ প্রভৃতি ইহুদি ও মোসলমান মহাপুরুষগণ তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি পশ্চিম এসিয়ার কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনচরিত বঙ্গ ভাষায় সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই গুরুতর কার্য্য সাধনে আমার নানাপ্রকার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা আছে। কিন্তু যখন কোন সুযোগ্য লোক এ বিষয়ে সত্বর হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না, তখন আমাকেই নানা অযোগ্যতা সত্ত্বে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আপাততঃ ইহুদি ও মোসলমান জাতির আদি

পিতা হনিফী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনচরিত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইল। ক্রমশঃ মহাপুরুষ মুসা দাউদ ও হজরত মোহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। মেরাজোল্‌নবুঅত, জামেওত্তওয়ারিখ, খোলাসতোল্‌আম্বিয়া এই কয়েক ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এব্রাহিমের জীবনচরিত লিখা গেল। প্রসিদ্ধ পারস্য পুরাবৃত্ত মেরাজোল্‌নবুঅত হইতেই বিশেষ সাহায্য লাভ করা গিয়াছে। এই জীবনের অনেক ঘটনাই জনশ্রুতি মূলক, সত্যের সঙ্গে যে কল্পনা মিশ্রিত আছে তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত পুস্তক সকলের লিখার মধ্যে সর্ব্বাংশে পরস্পর ঐক্য নাই। বহু গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতদূর সাধ্য সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। বাইবেলের আদি পুস্তক ও কোরাণ শরিফ এবং তদ্ভাষ্য হইতেও কিছু কিছু আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই দুই ধর্ম্ম গ্রন্থে রীতিমত মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবন চরিত নাই, প্রসঙ্গমাত্র আছে।

লেখক।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজা নম্‌রুদের ত্রাস ও শিশুহত্যা	...	১
গর্ত্তমধ্যে এব্রাহিমের জন্ম	...	৩
মাতাপিতার নিকটে শিশু এব্রাহিমের প্রশ্ন	...	৪
গর্ত্তের বাহিরে এব্রাহিমের আগমন	...	৬
এব্রাহিমকর্ত্তৃক প্রতিমা সকলের অবমাননা	...	৭
এব্রাহিমের প্রতিমা ভঙ্গ করা	...	১০
নম্‌রুদ ও এব্রাহিমের প্রশ্নোত্তর	...	১২
এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন ও তাহা হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি	...	১৪
এব্রাহিমের ধর্ম্মপ্রচার ও তাঁহার বাবেল রাজ্য পরিত্যাগ	...	১৫
এব্রাহিমের মেসরে গমন করা ও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া	...	১৭
এব্রাহিমের ফল্‌সতিনে গমন	...	১৯
এব্রাহিমের বাবেলে প্রত্যাগমন ও নম্‌রুদের মৃত্যু	...	২০
এব্রাহিমের পুনর্ব্বার কেনান দেশে যাত্রা	...	২১
এস্মায়িল ও এস্‌হাকের জন্ম এবং হাজেরার নির্ব্বাসন	...	২২
জম্‌জমের উৎপত্তি ও মক্কা নগরের সূত্রপাত	...	২৪
পুত্র বলিদানে এব্রাহিমের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা ও তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া		২৭
কাবা মন্দির স্থাপন	...	৩১
এব্রাহিমের দান ও আতিথ্য সৎকার	...	৩২
এব্রাহিমের পুত্র মদয়ন	...	৩৩
এব্রাহিমের জীবনের মহত্ত্ব	...	৩৪
উপদেশ বাণী	...	৩৫

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত।

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজা নম্‌রুদের ত্রাস ও শিশুহত্যা।

আরব দেশের অন্তর্গত কুফা নগরের অনতিদূরে ফোরাত নদীর পূর্ব্ব কূলে বাবেল নামে এক মহা সমৃদ্ধ নগর ছিল। এই নগর নম্‌রুদ নামক ঈশ্বরদ্রোহী দুর্দ্দান্ত রাজার রাজধানী ছিল। আমিই পরমেশ্বর আমাকে পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে, নম্‌রুদ স্বীয় রাজ্য মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল। প্রজামণ্ডলী তাহাকেই ঈশ্বরপদে বরণ করিয়া পূজা করিতে বাধ্য হয়, সকলেই স্ব স্ব গৃহে ও সাধারণ মন্দিরে নম্‌রুদের প্রতিমূর্ত্তি পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত করে। স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকল লোকেই নম্‌রুদ প্রধান ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে ও তাহার একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া তাহার সেবায় ও আজ্ঞাপালনে রত থাকে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির পূজা ও অপর কোন কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজাও তখন সেদেশে প্রচলিত ছিল। একদা নম্‌রুদ এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয় এবং প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে ও তাহার শুভাশুভ ফলাফল ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করে। নম্‌রুদ স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে আকাশমার্গে অতিশয় উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র উদিত হইয়া আপন জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিকে পরাস্ত করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে নম্‌রুদ এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল, একটি প্রকাণ্ড হরিণ আসিয়া তাহার সিংহাসনে শৃঙ্গাঘাত করে, তাহাতে সিংহাসন ভগ্ন হইয়া যায়। যাহা হৌক স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া নিবেদন করিল যে "মহারাজ, গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধও গতি পর্য্যালোচনায় অবগতি হইল যে অচিরে আপনার রাজ্যে অতিশয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এক মহা তেজস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই

সেই বিপ্লবের কারণ হইবেন, তিনি মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। সেই মহাপুরুষ প্রতিমাপূজার মূল উৎপাটন করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহার অভ্যুদয়ে রাজত্বের মূল কম্পিত ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইবে। তখন খলিদ নামক প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল যে এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতি বিধানের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। সুযুক্তি এই যে রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রহরীরূপে কতগুলি লোক নিযুক্ত করা যাউক, কোন পুরুষকে স্ত্রীসঙ্গ করিতে না দেওয়া তাহাদের কার্য্য হইবে। যে সকল নারী এই ক্ষণ গর্ভবতী আছে, তাহাদের কাহার পুত্র সন্তান প্রসূত হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে হত্যা করিবে। ভয়াকুল নির্দ্দয় নম্‌রুদের নিকটে এই পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নম্‌রুদ অনন্যোপায় হইয়া আত্মজীবন ও রাজ্য সম্পদ্ রক্ষার জন্য তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। বাবেল নগরে এক জন সুনিপুণ প্রতিমানির্ম্মাতা ছিলেন, তাঁহার নাম তেরখ, তাঁহার অপর নাম আজর, তিনি রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নম্‌রুদ তাঁহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করে নাই, বরং তাঁহাকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল। গর্ভবতী নারী-দিগের প্রতি শত শত স্ত্রীলোক প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান লইত, কাহার পুত্র সন্তান হইয়াছে জানিবামাত্র সেই শিশুটীকে কালভবনে প্রেরণ করিত। কথিত আছে এই নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডে প্রায় লক্ষ শিশুর প্রাণনাশ হয়। তেরখের পত্নীর নাম আদনা। তিনি একদিন রজনীতে গোপনে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হন, তাহাতে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। এই গর্ভেই মহাপুরুষ এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন। যে রাত্রিতে আদনা গর্ভবতী হয় তাহার পর দিন ভবিষ্য-দ্বক্তৃগণ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "মহারাজ আপনি যে বালকের জন্য চিন্তিত আছেন, ও যাহার বিনাশ সাধনে যত্ন করিতেছেন, সে গত রজনীতে গর্ভস্থ হইয়াছে।" নম্‌রুদ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, গর্ভপরীক্ষা ও শিশুহত্যা বিষয়ে অতিশয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিল, চেষ্টা যত্নের একশেষ হইল।

গর্ত্তমধ্যে এব্রাহিমের জন্ম।

আদনা প্রথমতঃ স্বীয় অন্তঃসত্বার বিষয় স্বামীকে জ্ঞাপন করেন নাই। পরে যখন গোপন করা দুঃসাধ্য হইল তখন বলিলেন যে "আমি গর্ভবতী, আমার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে তাহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে, তাহা হইলে আমাদের প্রতি মহারাজ অধিকতর প্রসন্ন হইবেন।" এই কথা শুনিয়া তেরখ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে আদনা স্বামীকে বলিলেন "সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির ভয়ানক বিপদ হইয়া থাকে, অনেকের জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে, আমি ভাবিত আছি যে সেই সময়ে বা প্রাণসংশয় বিপদে পতিত হই, এজন্য প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি বিশেষ ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক দেবমন্দিরে অবস্থান করিয়া আমার কল্যাণের জন্য প্রধান দেবের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক, তাহা হইলে আমি সেই বিপদের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব। যে পর্য্যন্ত আমার প্রসব না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি প্রার্থনা ও স্তুতি বন্দনাদি হইতে বিরত হইবে না।" তদনুসারে তেরখ ভার্য্যার মঙ্গলার্থ ক্রমাগত চল্লিশ দিন মন্দিরে প্রধান দেবমূর্ত্তির ভজনা করেন, দিবা রাত্রি ভার্য্যার শুভ প্রসবের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করিতে থাকেন। ইত্যবসরে আদনা স্বীয় আবাসের অদূরে এক নির্জন প্রদেশে গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে এক গৃহ প্রস্তুত করিলেন, ও প্রসবকালে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার আয়োজন করিয়া রাখিলেন এবং যথাকালে তথায় পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে তিনি স্বামীর নিকটে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তফ্‌সির আজিজিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে নুহের জলপ্লাবনের সতর শত বৎসর পরে এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তেরখ মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আদনা বলিলেন "অত্যন্ত রুগ্ন ও ক্ষীণাঙ্গ পুত্র হইয়াছিল, প্রসূত হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।" তেরখ তাহার এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন ও আদনা বিপন্মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া দেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

মাতা পিতার নিকটে শিশু এব্রাহিমের প্রশ্ন।

তেরখ যখন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন তখন আদনা সন্তানের তত্ত্বাবধান করিতেন, গর্ত্তের ভিতরে যাইয়া তাঁহাকে স্তন্য দান করিয়া আসিতেন। শিশুটিকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গর্ত্তের এক পার্শ্বে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, আদনার আগমনে বিলম্ব হইলে তিনি আপন অঙ্গুষ্ঠ চোষণ করিতেন, ঈশ্বরের কৃপায় অঙ্গুষ্ঠ হইতে দুগ্ধ ও মধু তাঁহার মুখে নিঃসৃত হইত। প্রকৃত কথা এই ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও যত্নে সেই অন্ধকারময় গর্ত্তের ভিতরে এব্রাহিম নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্নেহ ক্রোড়েই তিনি প্রতিপালিত হইতেছিলেন। শিশু সপ্তাহে যত দূর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় এব্রাহিম যেন একদিনে তদ্রূপ দেহোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই অলৌকিক শ্রীধারণ করিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় অন্ধকারপূর্ণ গর্ত্ত আলোকিত হইল। তিনি দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্তন্য ত্যাগ করিলেন। যখন তাঁহার বাক্যস্ফুট হইল, তখন হইতেই তদীয় অন্তরে স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, জননীর নিকটে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" মাতা বলেন "আমি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করেন "তবে তোমার ঈশ্বর কে?" আদনা বলিলেন "আমার ঈশ্বর তোমার পিতা তেরখ"। আবার এব্রাহিম প্রশ্ন করেন "তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা?" জননী বলিলেন "মহারাজ নম্‌রুদ।" এব্রাহিম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন "রাজার ঈশ্বর কে?" মাতা বলেন "চুপকর এরূপ কথা বলিও না, রাজা পরমদেব ও প্রধান ঈশ্বর। কেহই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তিনি সকলের ঈশ্বর।" কথিত আছে যে একদা এব্রাহিম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমি অধিক সুন্দর, না তুমি?" জননী বলিলেন "তুমিই অধিক সুন্দর।" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সৌন্দর্য্য অধিক, না পিতার?" আদনা বলিলেন "আমার।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌন্দর্য্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, না আমার পিতা?" মাতা বলিলেন "তোমার পিতা রাজা

অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" তখন এব্রাহিম বলিলেন "মাতঃ যদি আমার পিতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহারাজ নম্‌রুদ, তবে তিনি আপনা অপেক্ষা অধিক সুন্দর করিয়া পিতাকে কেন সৃষ্টি করিলেন। তেরখ তোমার ঈশ্বর হইলে তিনি তোমাকে আপনা অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য কেন দান করিলেন? যদি তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবে আমাকে কেন আপনা অপেক্ষা অধিক রূপবান্ করিলে?" মাতা বালকের এই কথার উত্তরদানে অক্ষম হইলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে স্বামীর নিকটে চলিয়া আসিলেন। তেরখ তাঁহার মুখ বিবর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পরে তেরখ বিশেষ অনুরোধ করিলে বলিলেন "যে বালক রাজার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিবে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়াছেন সে তোমারই পুত্র।" তেরখ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ বালক?" তখন আদনা এক এক করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন। তেরখ পুত্রের বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। যখন বালকের নিরুপম মুখচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তখন স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিল, সন্তানকে হত্যা করিতে কিছুতেই তাঁহার মন সম্মত হইল না। তেরখকে দেখিয়াই শিশু এব্রাহিম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ আমার ঈশ্বরকে?" তেরখ বলিলেন "তোমার মাতা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতার ঈশ্বরকে?" তেরখ বলিলেন "আমি।" বালক প্রশ্ন করিলেন "তোমার ঈশ্বরকে?" পিতা বলিলেন "নম্‌রুদ।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "নম্‌রুদের ঈশ্বরকে?" এই বাক্য তেরখের অসহ্য হইল, তিনি বালককে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "চুপকর্, তুই এই কথা বলিবার উপযুক্ত নহিস্; রে ক্ষুদ্রবালক, এইক্ষণও তোর মুখে স্তন্যের গন্ধ রহিয়াছে, তুই উচ্চ কথা বলিস্! বুড় ছেলে, তুই ঈশ্বর প্রসঙ্গরূপ উচ্চাসনে যাইয়া আরোহণ করিতেছিস্, ধর্ম্মগ্রন্থে লেখনী চালাইতেছিস্।" মূর্খ তেরখ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে স্বর্গের বিদ্যালয় হইতে শিশু এব্রাহিম জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, গূঢ়তত্ত্বের আলোক স্বর্গ

হইতে তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। যে জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে প্রকাশ পায় তাহা নিঃসংশয় অভ্রান্ত, যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্ঞানের কথা বলেন তিনি তত্ত্বের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

গর্ত্তের বাহিরে এব্রাহিমের আগমন।

একদিন এব্রাহিম জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, এই যেস্থানে আমি আছি ইহা ব্যতীত কি আর স্থান আছে?" জননী বলিলেন "বৎস, ইহা অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত, ভয়ঙ্কর স্থান, শত্রুর আক্রমণভয়ে তোমার জন্য এই স্থান মনোনীত করিয়াছি ও শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে এখানে রাখিয়াছি। নতুবা বিস্তৃত ভূমি ও উন্নত আকাশ বিদ্যমান, পৃথিবীর সীমা পাওয়া যায় না, জগতের অন্ত নাই।" এব্রাহিম ইহা শুনিয়া গর্ত্তের বাহির হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। আদনা স্বামীর মত গ্রহণ করিয়া এব্রাহিমকে বাহিরে লইয়া আসিলেন। তখন মহাত্মা এব্রাহিমের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম। সন্ধ্যাকালে তিনি সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া প্রসারিত ভূমিতে পদার্পণ করেন, সর্ব্বপ্রথমে গগণ প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁহার নয়ন গোচর হয়। তিনি সেই নক্ষত্রটিকে দেখিয়াই আনন্দে বলিয়া উঠেন "ইহাই কি আমার পরমেশ্বর?" পরে যখন নক্ষত্র অস্তমিত হইল, "না, এ আমার পরমেশ্বর নয়, যে বস্তু চঞ্চল ও অস্তগত হয় তাহাকে আমি ঈশ্বর বলিতে পারি না।" অতঃপর ভুবন মোহন সুধাকর উদিত হইয়া সুবিমল জ্যোৎস্নাজালে ধরাতলকে উৎভাসিত ও অনুরঞ্জিত করিল, ইহা দেখিয়াই এব্রাহিম পুলকিত অন্তরে বলিয়া উঠিলেন "এই বুঝি আমার ঈশ্বর।" পরে চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে বলিলেন "না, না, এ আমার ঈশ্বর নয়, আমি অস্তগামী বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রেম করিব না।" পরে পূর্ব্ব দিকে প্রভাকর প্রভা বিস্তার করিল, এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে দেখিয়া মহা উৎসাহে এব্রাহিম বলিয়া উঠিলেন "ইহাই বুঝি আমার ঈশ্বর" অবশেষে সূর্য্যকে অস্তগত হইতে দেখিয়া তাহাকেও অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার অন্তশ্চক্ষু বিশেষরূপে উন্মিলিত হইল, তিনি বাহ্য বস্তু ও বাহ্য

জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন। নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় পদার্থের ভিতর দিয়া বিশ্বপতি আসিয়া অন্তরে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তখন তিনি দুর্জ্জয় বিশ্বাস বল লাভ করিলেন, এবং অকুতোভয়ে জলন্ত বিশ্বাসের কথা সকল বলিয়া জড়বাদী পৌত্তলিক দিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। এব্রাহিমের নক্ষত্র দর্শনাবধি কোরাণের কয়েকটী উক্তির অনুবাদ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "অনন্তর যখন তৎপ্রতি রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সে এক নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, তখন বলিল আমি অস্তগামী বস্তু সকলকে প্রেম করি না। পরে যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল সে বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, বলিল যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিপথগামী দিগের একজন হই। অনন্তর যখন সূর্য্যকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক, ইহাই শ্রেষ্ঠ, পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, সে বলিল হে লোক সকল, তোমরা যে (ঈশ্বরের) অংশী স্থাপন কর নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি। যিনি দ্যুলোক ভূলোক সৃজন করিয়াছেন সত্যই আমি তাঁহার দিকে স্বীয় আনন সমুদ্যত রাখিয়াছি, আমি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী, আমি পৌত্তলিক নহি। তাহার স্বগণ তাহার সঙ্গে বিবাদ করিলে সে বলিল "ঈশ্বর বিষয়ে তোমরা কি আমার সঙ্গে বিরোধ করিতেছ? নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার ঈশ্বর যাহা কিছু ইচ্ছা করিতেছেন তাহা ব্যতীত তোমরা তাঁহার সঙ্গে যাহাকে অংশীরূপে স্থাপন করিতেছ আমি তাহাকে ভয় করি না, আমার ঈশ্বর জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় পদার্থকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছনা?" (সুরা এনাম।)

এব্রাহিম কর্ত্তৃক প্রতিমা সকলের অবমাননা।

আদনা এব্রাহিমকে গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া গৃহে লইয়া গেলেন ও তাঁহার প্রতি অতুল স্নেহ ও আদর যত্ন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ

দিকে পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে এব্রাহিমের মন উৎসাহী ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমা সকলের প্রতি ও প্রতিমাপূজক দিগের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। একদিন পিতাকে বলিলেন "তাত, তোমার কি লজ্জা হয় না, পরমেশ্বর যে উত্তমাঙ্গ শীর্ষ সৃজন করিয়াছেন তাহা কাষ্ঠ খণ্ডের নিকটে প্রণত ও ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত কর, যে, মন স্বর্গীয় তত্ত্বালোক লাভের অধিকারী তাহাকে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের প্রেমে উৎসর্গ করিতেছ? যাহার দর্শন শক্তি শ্রবণ শক্তি নাই, তুমি এমন বস্তুকে পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছ, সে তোমাকে কোনরূপ ফল দান করিতে সক্ষম নহে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহার পূজা করিবে সেই ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তোমার জন্য নরকের অগ্নি উদ্দীপন করিয়া তুলিবে। তেরখ স্বীয় উপাস্যদেবদিগের বিরুদ্ধে পুত্রের এই সকল উক্তি শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হন, তাঁহাকে বিশেষ রূপে ভৎর্সনা ও শাসন করেন।

তেরখ কাষ্ঠদ্বারা প্রতিমা গঠন করিতেন; প্রতিমা নির্ম্মাণে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ শিল্পী কেহই ছিল না। তিনি যে সকল দারুময়ী মূর্ত্তি গঠন করিতেন তাহা অন্য সকল কারিকরের নির্ম্মিত মূর্ত্তি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইত, এবং অধিক মূল্য দিয়া লোকে তাহা গ্রহণ করিত। তিনি আপন সন্তান গণের প্রতি প্রতিমা বিক্রয়ের ভার অর্পণ করিতেন, তাহারা তাহা বাজারে ও অন্য অন্য স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। বিক্রয়ের রীতি এই যে বিক্রেতা বণিক্‌গণ আপন বিক্রেয় বস্তুর প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই গুণ বর্ণনা শুনিয়া লোকে তাহা ক্রয় করিতে আগ্রহ করে। এব্রাহিমের ভ্রাতৃগণও প্রতিমা সকলের নানা প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। একদিন তেরখ একটি পরম সুন্দর বৃহৎ প্রতিমা গঠন করিয়া বাজারে লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য এব্রাহিমের প্রতি অর্পণ করেন। এব্রাহিম পিতার শাসন ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রতিমা সহ গৃহ হইতে বহির্গত হন, কতক দূর যাইয়াই প্রতিমার পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া পথে পথে ও বাজারে তাহা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "যে বস্তু দ্বারা কোন উপকার হয় না, কাহার কোন রূপ অনিষ্ট করিবারও যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা নাই কে এমন বস্তু ক্রয় করিতে চাহে?"

এইরূপে তিনি যত দূর হইতে পারে প্রতিমার নিন্দা ঘোষণা করিতে ছিলেন এবং মূর্ত্তিটী আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান ও ধূলি কর্দ্দমের মধ্য দিয়া টানিয়া চলিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কেহই তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছু হইল না, এব্রাহিমের কথায় ও ব্যবহারে প্রতিমাসম্বন্ধে লোকের ভক্তি বিশ্বাস হ্রাস হইতে লাগিল। গৃহে প্রত্যাগমনকালে এব্রাহিম একটি জলপ্রণালীর তীরে উপস্থিত হন। তিনি প্রতিমার মুখ জলে স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ঠাকুর, ক্লান্ত হইয়াছ, পিপাসা পাইয়াছে জল পান কর।" তখন প্রতিমার উপাসকদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। যখন তিনি নানা প্রকার দুর্গতি ও লাঞ্ছনা করিয়া প্রতিমাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন এই প্রতিমাকে বিক্রয় করিলে না? তোমার ভ্রাতৃগণ উপযুক্ত মূল্যে সমুদায় প্রতিমা বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে।" এব্রাহিম বলিলেন "তাত, তোমার এই প্রতিমার গ্রাহক নাই, তোমার এই ঈশ্বরকে কেহই আদর করে না।" তেরখ বলিলেন "তুমি প্রতিমার গুণ বর্ণনা কর না, ইহাই অনাদরের একটী কারণ, এ নগরের লোক বিক্রেয় বস্তুর প্রশংসা না শুনিলে ক্রয় করিতে চাহে না।" এব্রাহিম বলিলেন "পিতঃ, আমি কেমন করিয়া প্রশংসা করি, এসকল বস্তু কোন প্রশংসারই যোগ্য নহে। ইহারা অন্ধ ও বধির এবং নিতান্ত দুর্ব্বল। হে পিতা, যাহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি নাই, যে তোমার হিতাহিত করিতে কিছুমাত্র সক্ষম নহে, তুমি তাহাকে পূজা করিও না।"

উক্ত হইয়াছে যে এক দিবস এব্রাহিম একটি প্রতিমাকে পথে পথে ঘুরাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে ইহাদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, যে ব্যক্তি কিনে তাহার অর্থক্ষতি হয় মাত্র।" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এক গলির ভিতর প্রবেশ করেন, তথায় একটি বৃদ্ধা নারী গৃহের বাহির হইয়া বলিল, "এব্রাহিম, তোমার পিতা কোথায়? তাহা হইতে আমি একটি দেবমূর্ত্তি ক্রয় করিব।" এব্রাহিম বলিলেন "আমা হইতে কেন ক্রয় কর না?" বৃদ্ধা বলিল "তুমি আমাদের পরমেশ্বরের নিন্দা করিয়া থাক, প্রশংসা কর না, এজন্য তোমা হইতে কিনিব না।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে ঈশ্বরকে গৃহে রাখিয়াছিলে তাহা

কি হইল ?" বৃদ্ধা বলিল "গত রজনীতে তাহা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" এব্রাহিম কহিলেন "আমিও তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা করি শ্রবণ কর।" আমার নিকট তোমার এমন ঈশ্বর আছে যে তুমি তদ্দ্বারা চুল্লী উষ্ণ করিয়া রুটিকা প্রস্তুত করিতে পারিবে, যদি তুমি অন্ন পাক করিতে চাও তিনি তোমার অন্নস্থালী উষ্ণ করিয়া তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করিয়া দিবেন।" বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। তখন এব্রাহিম বলিলেন, "যদি এই ঈশ্বর ক্রয় না কর অন্য ঈশ্বর আছে, বিপদে পড়িলে তোমাকে তিনি আশ্রয় দিবেন, ডাকিলে শুনিবেন, তোমার প্রার্থনা তিনি গ্রাহ্য করিবেন। দুঃখের প্রান্তরে শ্রান্ত ও অবসন্ন ব্যক্তিদিগকে তিনি দয়া করেন ও তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ পাতকীর উপরে ক্ষমাবারি বর্ষণ করেন। তিনি স্তন্যপায়ী শিশুস্বরূপ পাপগ্রস্ত আত্মাকে দয়ার স্তন হইতে পুণ্য প্রেমরূপ দুগ্ধ দান করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম উচ্চারণে রসনার শোভা, তাঁহার গুণ শ্রবণে প্রাণের শান্তি।" এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, সে বলিল "এব্রাহিম, এইরূপ ঈশ্বরকে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করা যায় না, আমি নিতান্ত দরিদ্রা।" এব্রাহিম বলিলেন "ভাবনা নাই, একটি মন্ত্র বলি, তাহার সাহায্যেই তুমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তুমি বিশ্বাস করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ কর।" নারী তৎক্ষণাৎ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিল, এবং বলিল "এব্রাহিম, প্রতিজ্ঞা করিলাম যেপর্য্যন্ত জীবন আছে তোমার পরমেশ্বরের দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিব।" তৎপর এব্রাহিম গৃহে চলিয়া গেলেন।

এব্রাহিমের প্রতিমা ভঙ্গ করা।

এব্রাহিম অনুক্ষণ স্বীয় ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন ও তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং পৌত্তলিকতার নিন্দা ও তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা পুত্তলিকার এইরূপ অবমাননা হইতেছে দেখিয়া লোক সকল বিষণ্ণমনে তেরখের নিকটে যাইয়া অভিযোগ করিল। তেরখ পুত্রকে অনেক

তিরস্কার ও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেন। এব্রাহিমও তাহাঁকে সমুচিত উত্তর দান করিলেন। তাহাতে নগরবাসিগণ বলিতে লাগিল "এব্রাহিম, তুমি এ কিরূপ নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলে, পিতা পিতামহের ধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিতে চলিলে।" তিনি বলিলেন "যিনি আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অনুগ্রহের দ্বার আমার প্রতি উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং আমাকে তোমাদের পরমেশ্বরগণের সংস্রব হইতে দূরে আনিয়াছেন তোমরা কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ আমার নিকটে অন্বেষণ করিতেছ?" তখন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার জ্ঞান শক্তি প্রেমের কথা এবং পুত্তলিকার হীনতা ও নির্জ্জীবতা যত দূর হইতে পারে মুক্তকণ্ঠে জলন্ত ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে তাঁহার নিকটে এই সুসংবাদ আসিতে লাগিল যে "এব্রাহিম, একত্ববাদ, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার কর, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলকে সত্য পথ প্রদর্শন কর।" সেই সময়হইতে এব্রাহিম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলকে আহ্বান করিয়া সভা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে সেদেশের এক মহোৎসব উপস্থিত হইল। সেই উৎসবের এই রীতি ছিল যে সকলে নানা প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন, উৎসবের দিন প্রাতঃকালে সেমস্ত নগরের প্রধান মন্দিরে লইয়া গিয়া পুত্তলিকা সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিতেন ও তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া উৎসবক্ষেত্রে চলিয়া যাইতেন, প্রত্যাগমন কালে পুনর্ব্বার মন্দিরে আসিয়া সেই সকল খাদ্য সামগ্রীকে দেবতাদের প্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে তাহা করিলে আরোগ্য লাভ হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। পরিচ্ছদ সকল দেবতাদিগের সুদৃষ্টিতে বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পরিধান করিতেন, তাহা পরিলে সম্বৎসর কাল সুখে ও আনন্দে এবং সুখ্যাতিতে যাপন করা যায়, তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল। উৎসব দিনের ঊষা কালে নগরবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে খাদ্য সামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি মন্দিরে স্থাপন করিয়া উৎসবক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন, স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে যাইয়া উৎসবে যোগ দিলেন। এদিকে এব্রাহিম কোন ছল করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে না যাইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। সকল লোক চলিয়া গেলে মন্দিরকে

শূন্য দেখিয়া তিনি কুঠার হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রতিমা-দিগের সম্মুখে নানা প্রকার চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী স্থাপিত দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বরগণ, ইহা খাইতেছ না কেন? ব্যাপার কি কথা বলিতেছনা কেন?" এই বলিয়া পুত্তলদিগের উপর কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই গৃহে সত্তর আশিটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাদের সকলের হস্ত ছেদন করিলেন, অবশেষে সমুদায় মূর্ত্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূমিতলে ফেলিলেন। তন্মধ্যে উচ্চসিংহাসনে স্থাপিত নানা রত্নে খচিত একটি পরম সুন্দর ধাতুময়ী বৃহৎ প্রতিমা ছিল। তাহাকে মাত্র অক্ষত রাখিয়া তাহার স্কন্ধে পরশু স্থাপন করিলেন, এবং মন্দিরের দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। যখন নগরবাসিগণ উৎসবক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন তখন পূজনীয় দেবতাদিগকে কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত দেখিয়া সকলে শোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ও চীৎকার বলিয়া উঠিলেন " কে আমাদের পরমেশ্বরগণের প্রতি এইরূপ আচরণ করিল, নিশ্চয় সে অত্যাচারী পাষণ্ড।" তাঁহারা জানিতেন যে পুত্তলিকার প্রতি এব্রাহিমের নিদারুণ আক্রোশ ও বিদ্বেষ, তিনি উৎসবে যোগ না দিয়া গৃহে একাকী ছিলেন, তাঁহা দ্বারাই এই দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে সকলে বিশ্বাস করিলেন। প্রধান প্রধান লোকেরা নমরুদের নিকটে যাইয়া এদুর্ঘটনা জানাইলেন। নমরুদ জিজ্ঞাসা করিল "ঈশ্বরগণকে কে এরূপ অবমাননা করিল?" সকলেই এব্রাহিমের একার্য্য এপ্রকার নির্দ্দেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া নমরুদ এব্রাহিমকে রাজসভায় উপস্থিত করিবার জন্য আজ্ঞা করিল।

নমরুদ্ ও এব্রাহিমের প্রশ্নোত্তর।

এব্রাহিম নিঃশঙ্কভাবে নমরুদের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন এই-রূপ রীতি ছিল যে যে ব্যক্তি রাজার নিকটে উপস্থিত হইত সর্ব্বাগ্রে সিংহাসন পার্শ্বে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। এব্রাহিম সেই রীতির অনুসরণ করিলেন না, তিনি সেই অহঙ্কারী পাপিষ্ঠ রাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নমরুদ প্রণাম না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এব্রা-

হিম বলিলেন "আমি পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে নমস্কার করি না।" নমরুদ জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমার পরমেশ্বর?" এব্রাহিম বলিলেন "যিনি জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন তিনিই আমার পরমেশ্বর।" এই কথা শুনিয়া নমরুদ কারাগারহইতে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত দুই জন কারাবাসীকে আনয়ন করিয়া তখনি সেই দুই জন কারাবাসীর এক জনকে মুক্তি দান অপর জনের শিরশ্ছেদন করিল। তাহাতেই নমরুদ এক জনের জীবন দান অন্য জনের প্রাণ হরণ করিল মনে করিতে লাগিল। সেই মূর্খের এত দূর জ্ঞান ছিল না যে জীবনদানে জীবনের সৃষ্টি বুঝায়, কাহার প্রাণদণ্ডে বিরত হওয়া নয়; প্রাণহরণ অর্থে হত্যা করা নয়, হত্যাদি ক্রিয়া ব্যতিরেকে প্রাণকে দেহচ্যুত করা। ইহা নমরুদ ও তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুবর্ত্তীগণের মনে কিছুতেই স্থান পাইল না। যাহা হউক তখন এব্রাহিম বলিলেন "ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত পশ্চিমদিকে অস্তমিত করেন, যদি তুমি পশ্চিম দিকে সূর্যকে উদিত করিতে পার তবে তোমার ঈশ্বরত্বের স্পর্দ্ধা করা শোভা পায়।" এই কথা শুনিয়া নমরুদ নিরুত্তর হইল। এবিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের পরমেশ্বরগণের প্রতি তদ্রূপ দুর্ব্ব্যবহার কে করিল?" তিনি বলিলেন "প্রধান পরমেশ্বরটী অর্থাৎ বৃহৎ পুত্তলটী এ কাণ্ড করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন।" তখন রাজার অনুচরগণ বলিল "তুমি কি জান নও যে প্রতিমা সকল কথা বলিতে অক্ষম, কোন ক্রিয়া তাঁহাদের দ্বারা হয় না, একার্য্য কোন প্রতিমা করিয়াছেন কেমন করিয়া বলিতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "ভাল মন্দ করিতে যাহার কোন ক্ষমতা নাই, বরং আপনার উপর অত্যাচার হইলে নিবারণ করিতে পারে না, তাহাকে পূজা করা কি তোমাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য নয়?" পৌত্তলিকগণ ইহার উত্তর দানে অক্ষম হইলেন। সকলে লজ্জিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন, আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আপনাদের উপাস্য দেবদিগের অপমান ও দুর্গতির প্রতিক্রিয়ার জন্য এব্রাহিমকে গুরুতর শাস্তিদানে শাসন করিতে পরামর্শ স্থির করিলেন।

নমরুদ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি কি বিশেষ শাস্তি বিধান করিবেন মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সকলের পরামর্শে এব্রাহিমকে প্রজ্জলিত অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করা স্থির হইল।

এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন ও তাহা হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি।

মহাত্মা এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করা ও তাহা হইতে তাঁহার নিরাপদে নিষ্কৃতি লাভ ব্যাপারে পারস্য ইতিহাসলেখকগণ নানা অলৌকিক ক্রিয়া ও অপ্রাকৃতিক ঘটনার কথা বাহুল্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন, বঙ্গীয় লেখক তাহার অনুসরণ না করিয়া সঙ্ক্ষেপে সার সার কথা দ্বারা উক্ত ঘটনাটী ব্যক্ত করিতেছে। কেহ বলেন চল্লিশ দিন কেহ বলেন সাত বৎসর এব্রাহিম কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। পরে নমরুদ সেই জ্যোতিষ্মান্ পুরুষকে প্রজ্জলিত ভয়ঙ্কর হুতাশনে নিক্ষেপ করে। একটি পর্ব্বতমূলে কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করা হয়। মহাশব্দে অগ্নি আকাশে ভয়ানক শিখা বিস্তার করিলে হস্তপদ বন্ধন করিয়া এব্রাহিমকে পর্ব্বতের উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রযোগে তাহাতে নিক্ষেপ করে। রাজকিঙ্করগণ তাহাকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য যখন অগ্নির নিকট আনয়ন করিল, তিনি সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে আসিলেন, তখন সেই ধর্ম্মবীরের বদনে আশ্চর্য্য স্বর্গীয় জ্যোতি, নয়নে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত স্বীয় প্রভুকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনা দান করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই ভীষণ বহ্নিকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি লন। ঈশ্বর সেই প্রলয়াগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ঝড় বৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। ইতিহাসলেখকগণ বলেন যে মেঘ ও বায়ুর দেবতা আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের কোন কার্য্য করিতে হয় নাই। এব্রাহিম অগ্নিতে

বিসর্জ্জিত হইয়া ছিলেন, ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার গাত্ররোমে ও পরিধান বস্ত্রেও অগ্নির উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই, অগ্নি শীতল হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে যে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই স্থান পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। দেবতাগণ এই অগ্নিপরীক্ষা ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। তখন তাঁহারা সকলে ভক্তের জয়ঘোষণা ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। ভয়ঙ্কর অগ্নি মধ্যে অলৌকিকরূপে এব্রাহিমের জীবন রক্ষা পাইতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

এব্রাহিমের ধর্ম্ম প্রচার ও তাঁহার বাবেল রাজ্য পরিত্যাগ।

যখন এব্রাহিম সেই ভয়ঙ্কর অগ্নির ভিতর হইতে অক্ষত শরীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, তখন শত সহস্র লোক এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত যাঁহাকে পরমেশ্বর প্রেরিতত্ব পদে বরণ করিয়াছিলেন এব্রাহিমের নিকটে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এব্রাহিমের পিতৃব্যপুত্রী সারা নাম্নী এক পরম রূপবতী মহিলা এব্রাহিম কর্ত্তৃক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পরে এব্রাহিম তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে সারা হেরাণ দেশের রাজার কন্যা ছিলেন, যে সময়ে এব্রাহিম হেরাণে যাইয়া বাস করেন তখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সারা যে এব্রাহিমের পিতৃব্য কন্যা একথাই অধিকতর প্রামাণিক। বহুলোক এব্রাহিমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, দিন দিন তাঁহার ধর্ম্মের উন্নতি ও অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া নম্‌রুদ চিন্তিত ও ভীত হইল। এক দিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল "তোমার এই নূতন ধর্ম্মের প্রচারে আমার রাজ্যে শান্তি রক্ষা পাইতেছে না, রাজকীয় কার্য্যে বিঘ্ন ও শাসন প্রণালীতে নানা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইয়াছে, এই ক্ষণ তুমি আপন বন্ধু বান্ধব ও অনুচরগণ সহ এদেশ হইতে চলিয়া যাও, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন, তিনি তোমার সহায় ও বন্ধু আছেন।" এব্রাহিম

এই কথায় সম্মত হইলেন, তখন তিনি বাবেল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেনান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে যে এব্রাহিমের প্রজ্বলিত অগ্নিহইতে নিরাপদে প্রাণ রক্ষা পাওয়ারূপ অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া নম্‌রুদ অত্যন্ত চমৎকৃত হয়, এব্রাহিমের বিশেষ প্রতাপ ও ক্ষমতা আছে বুঝিতে পারে, তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন নম্‌রুদ এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলে "এব্রাহিম, আমি তোমার ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে ইচ্ছু; তাঁহার জন্য কিছু বলির সামগ্রী উপস্থিত করিতেছি।" এব্রাহিম বলিলেন "তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে তিনি বলিদান গ্রাহ্য করিবেন না। যে পর্য্যন্ত তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে তোমার কোন অনুষ্ঠানই ফলপ্রদ হইবে না।" নম্‌রুদ বলিল "এব্রাহিম, ধন সম্পদ্ মান সম্ভ্রমের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিব না, যখন তোমাদ্বারা আমি ঈশ্বরের ক্ষমতা দর্শন করিলাম তখন তাঁহার নিকটে আমার দীনতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া নম্‌রুদ চারি সহস্র গো, কোন কোন ইতিহাসবক্তা বলিয়াছেন যে চল্লিশ সহস্র গো ও চল্লিশ সহস্র ছাগ ও উষ্ট্র ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিদান করিয়াছিল। রাজা ধর্ম্ম গ্রহণেও উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাতে বাধা দেয়, এব্রাহিমের পিতৃব্য হারাণনামক ব্যক্তি নম্‌রুদের প্রধান সচিব ছিল। সেই বিশেষভাবে নিবারণ করিয়া বলে "আপনি পৃথিবীর ঈশ্বর হইয়া স্বর্গের ঈশ্বরের দাস হইবেন, আপন ঈশ্বরত্ব পরিত্যাগ করিবেন আপনার পক্ষে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমান।" নমরুদ তাহার এই মন্ত্রণা গ্রাহ্য করে। পরমেশ্বর এব্রাহিমকে নম্‌রুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন, তাহাতে তিনি বাবেল নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

যখন এব্রাহিম হনিফ * ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, নর নারী

---

* "হনিফ" শব্দের অর্থ সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এব্রাহিমের এক উপাধি "হনিফ" তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে এজন্য "হনিফী" ধর্ম্মবলে। এব্রাহিমের অপর উপাধি "খলিলোল্লা"। ইহার অর্থ ঈশ্বরের সত্য বন্ধু।

সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। নম্‌রুদ ও নম্‌রুদের অনুবর্ত্তী লোকদিগের ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে হত্যাকরে, তিনি অনলে দগ্ধ হইলেন না ভাবিয়া তাহারা তাঁহার হত্যা দুঃসাধ্য মনে করিল, সুতরাং তাঁহাকে নির্ব্বাসন করাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া জানিল। এব্রাহিম লুত ও সারাকে সঙ্গে করিয়া বাবেল নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। একদিনের পথ চলিয়া গেলে পর সারার পাণিগ্রহণ করিতে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, তদনুসারে তিনি সারাকে বিবাহ করেন। অতঃপর একটি গর্দ্দভ ক্রয় করিলেন ও সারাকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া হেরাণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন এব্রাহিমের বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর। তিনি হেরাণে যাইয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন, তথাহইতে মেসর দেশাভিমুখে চলিয়া যান।

এব্রাহিমের মেসরে গমন করা ও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া।

মেসরে কিবতী বংশীয় সাদুক নামক এক পশুপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত নরপতি ছিল। সাদুক কোথাও কোন সুন্দরী নারী আছে জানিতে পাইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া আপন অন্তঃপুরে বদ্ধ করিত। যখন এব্রাহিম মেসরের নিকটে উপনীত হইলেন, লুত তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। এক বিশেষ জাতিকে ধর্ম্মালোক দান করিবার জন্য তিনি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত পদে বরিত হইয়াছিলেন। কোরাণের ভাষ্য তফ্‌সির হোসেনীতে লুতের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, "লুত আজরের পৌত্র হারণের পুত্র ও মহাত্মা এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এব্রাহিম যখন বাবেলহইতে কেনান দেশে চলিয়া যান তখন লুত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমেশ্বর লুতকে প্রেরিতত্ব দান করিয়া মওতফক্কাতনামক স্থানের অধিবাসীদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। মওতফক্কাতে পাঁচটি নগরের সম্মিলন। সাদোমা সেই সকল নগরের মধ্যে প্রধান ছিল। আমুরা, দাউমা, সাবুরা ও সউদা অপর চারিটি নগর। প্রত্যেক নগরে চারি সহস্র লোকের বাস ছিল। লুত সাদোমাতে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করেন। উনত্রিশ বৎসর তিনি সেখানে বাস করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত

হইবার জন্য উপদেশ দেন। উক্ত নগরবাসী পুরুষদিগের দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে বিগর্হিত ব্যভিচার প্রধান ছিল। ঈশ্বর সেই সকল লোকের পরিণাম জানাইলেন।"

এদিকে এব্রাহিম মেসরের দুরাচার রাজার চরিত্র শ্রবণ করিলেন এবং জানিতে পাইলেন যে, স্থানে স্থানে সুন্দরী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানার্থ রাজার ভৃত্য সকল নিযুক্ত আছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া এক সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া সারাকে সেই সিন্দুকের ভিতরে স্থাপনপূর্ব্বক মেসরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজনিয়োজিত শুল্কগ্রাহী লোকেরা সিন্দুকের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্য দ্রব্য আছে ভাবিয়া তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে চাহে। এব্রাহিম তাহাতে অনেক আপত্তি করেন ও বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে সিন্দুক উদ্ঘাটনে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন, তাঁহার এই অনুরোধ বিফল হয়। তাহারা সিন্দুক উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে সেই ভুবনমোহিনী কামিনীকে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়, এবং রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করে। রাজা সংবাদমাত্র সারাকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। তখন এব্রাহিম নানা প্রকার ছল কৌশল করিয়াও সারাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই দুরাচার রাজা সারার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া যায়, হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমুদ্যত হয়। সতী আকুল হইয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হন ও কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকেন। বিপদ্‌ভঞ্জন পরমেশ্বর তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। তখন ঈশ্বরের অভিসম্পাতে সাদুকের হস্ত স্পন্দনশক্তিহীন অসার হইয়া পড়ে। তাহার মহাত্রাস উপস্থিত হইল, সে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার প্রাসাদ যেন কাঁপিয়া উঠল। সতীর প্রতি অত্যাচার করাতে তাঁহার পবিত্র জীবনের তেজ প্রভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে সাদুক ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কাতর ভাবে বলিল যে "আর আমি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিব না, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর।" ঈশ্বর প্রসাদে তখন তাহার মনের উদ্বেগ চলিয়া যায় ও হস্ত প্রকৃতিস্থ হয়। কথিত আছে এই শিক্ষা পাইয়াও সাদুক পরক্ষণে ভুলিয়া যায়, পুনর্ব্বার কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে ও আপন কলঙ্কিত হস্ত প্রসা-

রণ করে। আবার তাহার মনে উদ্বেগ ও অশান্তি এবং হস্ত অবসন্ন হয়, পুনর্ব্বার সারার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। তিনবার এরূপ ঘটনা হইয়াছিল, পরে সাতুক বিশেষরূপে অনুতপ্ত হইয়া সেই দুরভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, এবং সবিনয়ে সারাকে জিজ্ঞাসা করে "দেবি, তুমি কে? তোমার বিবরণ আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" সারা বলিলেন "আমি ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা এব্রাহিমের ভার্য্যা, ঈশ্বর আপন ভক্তদিগের রক্ষক ও আশ্রয়, কাহার সাধ্য যে তাঁহার ভক্তের সহধর্ম্মিণীর প্রতি অত্যাচার করে? আমি স্বামীর সঙ্গে এদেশে আগমন করিয়া তোমা কর্ত্তৃক বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, আমার মুক্তির প্রতীক্ষায় তিনি বহির্দ্দেশে স্থিতি করিতেছেন।" তখন এব্রাহিম ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন। সাতুক হাজেরা নাম্নী এক পরম রূপবতী দাসীকে সারাকে উপহার দেয়, কথিত আছে সাতুক হাজেরার প্রতি ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে ও তাহার হস্ত অসার হইয়া পড়ে, ও সে নানা ক্লেশে পতিত হয়, পরে অনুতপ্ত হইয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। অতঃপর সাতুক এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁহাকে গোমেষাদি অনেক পশু উপহার দেয়। সারা রাজপ্রাসাদহইতে বাহিরে আসিয়া এব্রাহিমকে উপাসনায় প্রাপ্ত হন। এব্রাহিম পত্নীর সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া আনন্দমনে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করেন।

এব্রাহিমের ফলস্তিনে গমন।

অতঃপর এব্রাহিম মেসরে অবস্থিতি করা উচিত বোধ করিলেন না, তথা হইতে তিনি সস্ত্রীক কেনানের অন্তর্গত ফলসতিন নামক প্রদেশে চলিয়া যান, সেদেশের একজন শূন্য স্থানে যাইয়া বাস করেন। সেখানে জলাশয় ছিল না, তিনি একটি কূপ খনন করেন, তাহাতে প্রভূত জল উৎপন্ন হয়, এমত কি কূপের মুখ ছাপিয়া ভূমিতে নির্ম্মলজলের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার সঙ্গে অল্প পরিমাণ খাদ্য ছিল, কিয়দ্দিন পরেই তাহা নিঃশেষিত হয়। ঈশ্বর কৃপায় তিনি সেই অরণ্য ভূমিতে অলৌকিকরূপে খাদ্য প্রাপ্ত হন।

অবশেষে সেই কূপের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃষ্ণাতুর লোকেরা দেশদেশান্তর হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহুলোক তথায় বাসস্থান স্থাপন করে, ক্রমে সেই বনভূমি নগরে পরিণত হয়। সমাগত লোকেরা প্রথমতঃ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এব্রাহিমের আনুগত্য স্বীকার করে, পরে ধর্ম্মদ্রোহী অবাধ্য ও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি তাহাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রমলা ও আয়লিয়া ভূমির মধ্যবর্ত্তী কেশু নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। বয়তোল্‌মকদ্দসের নামান্তর আয়লিয়া। এব্রাহিম চলিয়া গেলে পর উক্ত কূপের জল অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন তাঁহার শত্রুগণ আপনাদের অসদাচরণের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়, তাহারা এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে তথায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে, তিনি সম্মত হন না। কথিত আছে এব্রাহিম তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কূপের জল বৃদ্ধি হয়।

এব্রাহিমের বাবেলে প্রত্যাগমন, ও নম্‌রুদের মৃত্যু।

যখন এব্রাহিম ফনসতিন প্রদেশে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয় যে তুমি নম্‌রুদের নিকটে যাইয়া তাহাকে ও তাহার অনুচরবর্গকে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান কর। এব্রাহিম তদনুসারে বাবেলে যাইয়া নম্‌রুদকে বলিলেন "তুমি বল যে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন কর ও ঈশ্বরকে এক মাত্র প্রভু বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।" নম্‌রুদ ইহা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "তোর ঈশ্বরদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, দেখ্‌ আমি তোর ঈশ্বরহইতে স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইতেছি। আমি তোর ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করিব, তাহাকে বল্‌ যেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সসৈন্যে উপস্থিত হয়।" দুরাত্মা নির্ব্বোধ নম্‌রুদ এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল, বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিল ও ঈশ্বরের সৈন্যের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, এবং গর্ব্ব করিয়া এব্রাহিমকে বলিতে লাগিল, "কোথায় তোর ঈশ্বর ও তাহার সৈন্য, ভয় পাইয়াছে বুঝি।" এব্রাহিম

বলিলেন "ব্যস্ত হইও না, শীঘ্র আমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিবেন। স্বর্গহইতে তাঁহার দুর্জ্জয় সৈন্য আসিবে, প্রতীক্ষা কর।" এব্রাহিম ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে রণ-ক্ষেত্রের আকাশ যেন প্রলয় মেঘে আচ্ছন্ন হইল, উহা মেঘ নয় বন্য মশক-পুঞ্জ, ঈশ্বরের প্রেরিত অগণ্য সৈন্য; সেই মশক রাশি গভীর নাদে চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় ও আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া নম্‌রুদের সৈন্যকে আক্রমণ করিল। সেনাগণের শরীর ও অশ্ব উষ্ট্রাদি বন্য পশুর গাত্র আপাদ মস্তক মশ-কজালে আচ্ছাদিত হইল, তাহাদের কর্ণ ও নাসারন্ধ্রে পুঞ্জ পুঞ্জ মশক প্রবেশ করিল। মশকের দংশনে তাহারা চীৎকার করিয়া সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং দলে দলে প্রাণত্যাগ করিল। নম্‌রুদের নাসাচ্ছিদ্রে একটি মশা প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিল। কথিত আছে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

এব্রাহিমের পুনর্ব্বার কেনান দেশে যাত্রা।

নম্‌রুদ প্রাণত্যাগ করিলে পর তাহার অমাত্য ও অন্য অন্য প্রধান রাজকর্ম্মচারী এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে "এপর্য্যন্ত এরাজ্য নম্‌রুদের ছিল, এইক্ষণ আপনার হইল, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় করুন।" এব্রাহিম বলিলেন "পৃথিবীর রাজত্বদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, যে রাজ্যে আমি বাস করিতেছি তাহা অবিনাশী রাজার রাজ্য, আমি সেই অবিনশ্বর প্রভুর কিঙ্কর। এদেশ ও মেসর দেশ ভূপতি দিগের স্থান, কেনান দেশ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রেরিত পুরুষগণের বিহার ভূমি। আমি এরাজ্যে বাস না করিয়া কেনানে যাইয়া বসতি করিব।" তখন নম্‌রুদের অনুচর ও জ্ঞাতিবর্গ বলিল "আপনার সঙ্গে আমরাও কেনানে যাইয়া অবস্থিতি করিব।" তৎপর এব্রাহিম সদলে কেনান অভিমুখে যাত্রা লেন। প্রথমতঃ রহিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন, তিনি সেই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করেন, তথা হইতে ফোরাত নদীর কূলে আগমন করিয়া একটি নগর স্থাপন করেন, সেই নগরের নাম রকিয়া। সেই স্থান হইতে

Acc 22008
১৩।১০।২০০৬

চলিয়া যান, তথা হইতে যেস্থানে মেসরাধিপতি হাজেরা কে সারা দেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তথায় উপনীত হন। তখন মেসর রাজ্যেশ্বর সাদুকের ধর্ম্মে মতি হয়, সাদুক এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মগ্রহণ করে। ফলতঃ যিনি মহাত্মা খলিলাল্লার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তিনিই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষিত হইতেন এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া বিদায় লাভ করিতেন। তৎপর এব্রাহিম দমস্কে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা দেন। দমস্ক হইতে তিব নগরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মদ্রোহী নগরবাসিগণ পলাইয়া যায়, কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকেরা উপঢৌকন সহ আসিয়া এব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তথা হইতে কেনানে উপস্থিত হন ও ফল্‌স তিনে যাইয়া সারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সারা তাঁহার কুশলাগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ দান করেন!

এস্মায়িল ও এস্‌হাকের জন্ম ও হাজেরার নির্ব্বাসন।

সারা বন্ধ্যা ছিলেন, যৌবনকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না, ইহা দেখিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন "তুমি হাজেরাকে বিবাহ কর, হয় তো পরমেশ্বর তাহার গর্ভে তোমাকে পুত্র সন্তান দান করিবেন ও তোমার বংশ রক্ষা পাইবে।" তাহাতে এব্রাহিম হাজেরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হাজেরা পরম রূপবতী যুবতী ছিলেন। তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হইল, তিনি যথাকালে একটি পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। মোহম্মদীয় জ্যোতি এই সন্তানেই সঞ্চারিত হইল। ইহাঁর বংশেই জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ মোহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বালকই মোসলমান জাতির আদি পুরুষ। হিব্রু ভাষায় এই বালকের আস্মুয়ল নাম হয়, পরে তিনি এস্মায়িল নামে প্রসিদ্ধ হন। এব্রাহিম পুত্রকে অতিশয় সুন্দর ও সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিতে থাকেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে কষ্ট বোধ করেন। সারা অনপত্যা, দাসী হাজেরা পুত্রবতী হইল, পুত্রের জন্য সে স্বামীর

বিশেষ আদর ও প্রীতি লাভ করিল, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইল, তিনি হাজেরার নানা প্রকার অশিব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন "এব্রাহিম, তুমি সারাকে বিষণ্ণ রাখিও না, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার মনোরঞ্জন কর, সে যাহা ইচ্ছা করে তাহা সম্পাদন কর।" এব্রাহিম হাজেরা অপেক্ষা সারাকে অধিক সম্মান ও সেবা করিতে বাধ্য ছিলেন। অন্তরে ঈশ্বরের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সারার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছু হন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "হাজেরার সম্বন্ধে তোমার মানস কি বল।" সারা বলিলেন, "যেস্থানে লোকালয় নাই, জল নাই, শস্যক্ষেত্র নাই এমন স্থানে হাজেরাকে পুত্র সহ নির্ব্বাসিত করিয়া আইস, এই আমার ইচ্ছা, তাহা হইলে আমার সন্তোষ সাধন হয়।" এব্রাহিম এই কথায় সম্মত হইলেন, তিনি হাজেরা ও এস্মায়িলকে সঙ্গে করিয়া বোরাক * আরোহণে মক্কার প্রান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন সেই স্থান জনশূন্য জলশূন্য কণ্টকবনাকীর্ণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। এইক্ষণ মক্কা নগরে যেস্থনে জম্‌জম্ কূপ ও কাবা মন্দির বিদ্যমান সেস্থানে এব্রাহিম স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিকটে কতগুলি খোর্ম্মা ফল ও এক মশক জল রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। হাজেরা দেখিলেন যে এব্রাহিম তাঁহাকে ফেলিয়া একাকী চলিয়া যাইতেছেন, তখন তিনি সভয়ে আস্তে ব্যস্তে তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী রাখিয়া কোথায় যাইতেছ?" কোন উত্তর পাইলেন না। এব্রাহিম এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাজেরার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। যেহেতু তিনি সারার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে জলহীন ও শস্যহীন দুর্গম স্থানে হাজেরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে কোন কথা কহিবেন না ও তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না। হাজেরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পরে এই মাত্র প্রশ্ন করিলেন "নাথ, আজ তুমি আমার প্রতি যে আচরণ করিতেছ তাহা কি পরম প্রভুর আদেশানুসারে করিতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন, হাঁ। হাজেরা এই কথা শুনিয়া নীরব

---

* "বোরাক" এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

হইলেন. এবং এব্রাহিমের পশ্চাদ্গমনে ক্ষান্ত রহিলেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হউক বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন, ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া রহিলেন, ক্রমে এব্রাহিম তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন। তখন হাজেরা করপুটে নিবেদন করিলেন "প্রভু পরমেশ্বর, আমি শিশু পুত্রসহ শস্যহীন জলহীন প্রান্তরে তোমারই আশ্রয়ে বাস করিতেছি।" অতঃপর এব্রাহিম শোকার্ত্তহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে সারার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সারার সঙ্গে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে তাঁহার ও সারার বৃদ্ধাবস্থা, তাঁহার একশতবৎসর সারার নব্বইবৎসর বয়ঃক্রম; তখন সন্তান হইবে কোন আশা ও সম্ভাবনা ছিল না, তজ্জন্য উভয়ে দুঃখিত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃদ্ধাবস্থায় সারা গর্ভবতী হইলেন ও যথাকালে পরম রূপবান্ পুত্র প্রসব করিলেন, শিশুর সৌন্দর্য্যের ছটায় গৃহ আলোকিত হইল। এব্রাহিম তাঁহার নাম এস্হাক রাখিলেন। এই এস্হাকই ইহুদি জাতির আদি পিতা, তাঁহার বংশে মুসা ঈসা প্রভৃতি বহু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন। কেনানের লোকেরা বলে যে এস্হাক এব্রাহিমের ঔরস পুত্র নহেন, বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন।

জম্‌জমের উৎপত্তি ও মক্কা নগরের সূত্রপাত।

এদিকে হাজেরা সেই মহা ভীষণ অরণ্যে স্তন্যপায়ী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি বন্ধু নাই, কোনরূপ আশ্রয় নাই, কি ভয়ানক অবস্থা। কখন মাতা পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করেন, কখন শিশু জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া কান্দিয়া উঠেন। হাজেরা স্বামিপ্রদত্ত সেই খোর্ম্মাভল ভক্ষণ ও পানীয় পান করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছিলেন, এস্মায়িল স্তন্য পান করিয়া জীবিত ছিলেন। অল্পদিন পরে জল নিঃশেষিত হইল, হাজেরা প্রবল পিপাসায় অস্থির হইলেন। এস্মায়িলকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোন লোকের সহায়তা প্রাপ্ত হন কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সফা গিরি

নিকটে ছিল, তাহার উপরে যাইয়া আরোহণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নামিয়া আসিলেন। তথা হইতে মরওয়া শৈলের নিকটে চলিয়া গেলেন, সেখানেও কাহার কোন চিহ্ন পাইলেন না। সফা ও মরওয়ার ব্যবধান দুইশত পদ ভূমি। তিনি জল ও লোকের অন্বেষণে সফা হইতে মরওয়া শৈলে, মরওয়া হইতে সফা শৈলে উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। এইরূপ এক পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সাত বার করিয়া তাঁহাকে দৌড়িতে হইয়াছিল। যাঁহারা ব্রতধারী হইয়া হজ্জ করিতে মক্কা-তীর্থে উপস্থিত হন, হাজেরার সেই প্রধাবন স্মরণার্থ তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ সাত বার করিয়া সফা ও মরওয়ায় ধাবমান হইতে হয়। হাজেরা এক এক বার দৌড়িতেছিলেন আর প্রাণাধিক পুত্র এস্‌মায়িলের সংবাদ লইতেছিলেন, যেহেতু শিশুটি বা হঠাৎ কোন হিংস্র জন্তুর করাল কবলে পতিত হয় এই ভয়ে ভীতছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি মরওয়া গিরির দিকে শব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু কে কথা বলিতেছে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, কেহ যেন এই বলিতেছে, "হাজেরা, স্বস্থানে ফিরিয়া যাও, তোমার সন্তান বিনষ্ট হইবে না, সে আপন পিতার সাহায্যে এই স্থানে ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, তাহা দ্বারা লোকের অশেষ কল্যাণ হইবে।" হাজেরা এই কথা শ্রবণে মনে সান্ত্বনা লাভ করিয়া এস্‌মায়িলের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে এক জন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "নারি, তুমি কে?" তিনি বলিলেন "আমি এব্রাহিমের ভার্য্যা।" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি তোমাকে এই ভয়ানক স্থানে কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন ও কাহার আশ্রয়ে রাখিয়াছেন?" হাজেরা বলিলেন "পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রাখিয়াছেন।" তখন সেই তেজস্বী পুরুষ বলিলেন "তিনি উত্তম আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, ভয় নাই।" এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। কথিত আছে হাজেরা সেই সময়ে সম্মুখ ভাগে দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ একটি সুনির্ম্মল জলের উৎস দেখিতে পাইলেন। পরমেশ্বর সেই উৎস হাজেরার জন্য উৎসারিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্রবণই জমজম্ নামে আখ্যাত, ইহার জল পুণ্য জল বলিয়া সমাদৃত। হাজেরা উৎস দেখিয়া মহা আনন্দ

লাভ করেন, তাহার জলপান করিয়া তিনি ও শিশুটি পরিতৃপ্ত হন।

ইহার কিছুকাল পরে এয়মন দেশের জরহম বংশীয় এক দল বণিক্ মক্কার পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, জলাভাবে তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া ছিল, তাঁহারা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ জল অন্বেষণ করিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে একদল জলচর পক্ষীকে উড়িয়া আসিতে দেখিলেন। তাঁহারা সেই বিহঙ্গকুল দেখিয়া মনে করিলেন যে এই প্রান্তরের কোন স্থানে অবশ্য জল আছে, যেহেতু এই সকল পক্ষী জল ছাড়া থাকিতে পারে না। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা দুই ব্যক্তিকে অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সেই দুই জন জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই উৎসের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয়। তথায় দেখে যে এক পরম রূপবতী নারী একটি সুন্দর শিশুকে সঙ্গে করিয়া প্রস্রবণের এক পার্শ্বে বাস করিতেছেন। সেই প্রস্রবণ দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না, তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে হাজেরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি দেবী, না মানবী?" হাজেরা আত্ম বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে "প্রভু পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাকে ও এই বালককে এই নির্ঝর দান করিয়াছেন।" তৎপর তাহারা জম্‌জমের জল পান করিয়া সেই জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুরস প্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ যাইয়া সঙ্গীদিগকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। তখন তাঁহারা সকলে সহর্ষে আসিয়া সেই জল পান করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, এবং সেই প্রান্তরকে পশু চারণের বিশেষ উপযুক্ত স্থান ও তথাকার বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ করিলেন। আবাসের জন্য তাঁহারা সেই স্থান মনোনীত করিয়া হাজেরার নিকটে বলিলেন যে, "আমরা তোমার প্রতিবেশী হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের দ্বারা তোমার যথোচিত সেবা হইবে।" হাজেরা বলিলেন "এই প্রস্রবণে আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবে, এই অঙ্গীকারে তোমরা এস্থানে বসতি করিতে পার।" তাঁহারা একথায় সম্মত হন, এবং স্বদেশে যাইয়া স্বজনবর্গ ও গোমেষাদি পশু এবং কতুরা নামক সম্প্রদায়কে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আইসেন। উক্ত জরহম জাতি মক্কার উচ্চভূমিতে এবং কতুরা জাতি নিম্ন ভূমিতে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। মজাজনামক ব্যক্তি জরহমদিগের

দলপতি এবং সমিদা কুতুরাদের দলপতি ছিলেন। তাঁহারা সকলে সে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং হাজেরা ও এস্‌মায়িলের প্রতি বিশেষ যত্নপরায়ণ হইলেন। এইরূপে মক্কার নির্জ্জন প্রান্তরে লোকের বসতি হইল। জরহমদিগের সংসর্গ ও বন্ধুতা লাভ করিয়া হাজেরা ও এস্‌মায়িল অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইলেন। এস্‌মায়িল তাঁহাদের সাহায্যে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের নিকটে আরবি ভাষা শিক্ষা করিলেন, কথিত আছে যে আরব্য ভাষায় তিনি প্রথম সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে এব্রাহিমের চরিত্রের সদ্‌গুণ সকলে অধিকার লাভ করেন, অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠেন।

পুত্রবলিদানে এব্রাহিমের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা ও তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া।

এব্রাহিম মাসান্তে একবার অশ্বারোহণে মক্কায় আসিয়া হাজেরা ও এস্‌মায়িলের সংবাদ লইয়া যাইতেন। তিনি সারাকর্ত্তৃক এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া ছিলেন যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে হাজেরার গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহার সেবা ও আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং সেই অঙ্গীকার পালনের জন্য এব্রাহিম হাজেরার নিকটে আসিয়াই চলিয়া যাইতেন, অশ্ব হইতে নামিয়া বিলম্ব করিতেন না। এই রূপে কতিপয় বৎসর অতীত হয়, ক্রমে এস্‌মায়িল ষোড়শবৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হন, তাঁহার শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তখন তিনি সময়ে সময়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইতেন। তৎকালে এব্রাহিম কখন কখন আসিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক দুই এক দিন রাত্রি যাপন করিতেন। সেই অবস্থায় তিনি একদিন রজনীতে প্রিয়তম সন্তানকে বলিদান করিবার জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। একদল ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত বলেন যে এস্‌মায়িলের বলিদানে আদেশ হইয়া ছিল, আর একদল এস্‌হাককে বলিদান করিতে আজ্ঞা হইয়া ছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। এবিষয়ে দুই দলের নির্দ্ধারণে বিষম অনৈক্য। কিন্তু অধিকাংশ প্রধান

ইতিহাসবিদ্ এস্‌মায়িলের সম্বন্ধে আদেশ হওয়ার কথাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, লিখকও সেই অধিকাংশের নির্দ্ধারণ অবলম্বন করিল। একদিন এব্রাহিম স্বপ্নে দেখেন যে এস্‌মায়িল তাঁহার ক্রোড়ে আছে, এক দেবতা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে "এব্রাহিম, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, এই বালককে আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।" স্বপ্ন দর্শনের পর এব্রাহিমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি এই ভয়ানক স্বপ্নের বিষয় ভাবিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন, ইহা পাপাসুরের কার্য্য ভাবিয়া তাহাকে অভিসম্পাতপূর্ব্বক অবশিষ্ট রজনী উপাসনা প্রার্থনায় যাপন করিলেন। পর দিন ভাবিতে লাগিলেন যে, এই স্বপ্ন কি আমার চিন্তাসম্ভূত, না, পাপাসুরের কার্য্য, না ঈশ্বরের লীলা; নিশ্চয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই দিবস শুদ্ধ স্থানে যাইয়া শুদ্ধ মনে নিদ্রিত হইলেন, পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলেন যে দেবতা তাঁহাকে বলিতেছেন "আমি পরমেশ্বরের প্রেরিত, তোমার সন্তানকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলি দান কর।" পরক্ষণে এব্রাহিম জাগরিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে ইহা কখন শয়তানের কার্য্য নয়, ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত স্বপ্ন। সেই দিন পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে দেবতা আসিয়া বলিতেছেন "এব্রাহিম, পরমেশ্বর তোমাকে আদেশ করিতেছেন, উঠ, স্বীয় পুত্রকে বলিদান কর, নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর পাপ করিতে আজ্ঞা করেন না, সৎকর্ম্মেই আদেশ করিয়া থাকেন।" এই তৃতীয় দিবসের স্বপ্ন দর্শনে এব্রাহিম সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইলেন, জানিলেন যে পুত্রকে বলিদান করার সময় উপস্থিত, ইহা একান্ত ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তখন হাজেরার নিকটে যাইয়া বলিলেন, এস্‌মায়িলকে স্নান করাইয়া তাহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করিয়া দেও, এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহাকে সুসজ্জিত কর।" হাজেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য বালককে সুসজ্জিত করিবার কারণ কি?" এব্রাহিম বলিলেন "তাহাকে কোন বন্ধুর নিকটে লইয়া যাইতেছি, এজন্য তাহার বেশ বিন্যাস আবশ্যক।" (কেহ কেহ বলেন এব্রাহিম মক্কাতে এই স্বপ্ন দেখেন নাই, কেনানে দেখিয়া এস্‌মায়িলকে বলিদান করিবার জন্য মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।) অনন্তর এস্‌মায়িলকে বলিলেন "বৎস,

ছুরিকা ও রজ্জু সঙ্গে লও, কোরবাণি (বলিদান) হইবে।" এস্‌মায়িল পিতার আজ্ঞানুসারে তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত, কোথায় যাইতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "বন্ধুর নিমন্ত্রণে যাইতেছি।" এস্‌মায়িল জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই বন্ধুর গৃহ কোথায়?" এব্রাহিম বলিলেন "তাঁহার আলয় পবিত্র ভূমিতে, এই দ্যুলোকপ্রাসাদ ও ভূলোকশয্যা তাঁহারাই কৃত।" এস্‌মায়িল জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ, তোমার সেই সখা আমাদের সঙ্গে কি একত্র ভোজন করিবেন?" এব্রাহিম বলিলেন, "না, তিনি পান ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন না, তিনি ভোজন করান, ভোজন করেননা।" সরলপ্রকৃতি এস্‌মায়িল প্রশ্ন করিলেন "তাত, তোমার সখা কি অত্যন্ত ধনবান্?" এব্রাহিম বলিলেন "হাঁ স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য তাঁহারই।" কথিত আছে এইরূপ কথোপকথন করিয়া পিতা পুত্র কিয়দ্দূর পথ চলিয়া গেলে পাপপুরুষ ভাবিল যে এস্‌মায়িল ও তাহার পিতা মাতাকে বিপাকে ফেলিবার এই উপযুক্ত সময়, অন্য সময় সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে না। ইহা ভাবিয়া সে বৃদ্ধ পুরুষের আকারে প্রথমতঃ হাজ্জেরার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এব্রাহিম তোমার সন্তানকে কোথায় লইয়া গিয়াছে?" হাজ্জেরা বলিলেন "তিনি তাহাকে লইয়া এক বন্ধুর আলয়ে গিয়াছেন।" সেই পুরুষ বলিল "তাহা নয়, বরং তাহাকে বধ করিতে লইয়া গিয়াছে।" হাজ্জেরা বলিলেন "এব্রাহিমের হৃদয় অতিশয় স্নেহ-প্রবণ, তিনি পিতা হইয়া কি পুত্রকে হত্যা করিবেন? ইহা কখন হইতে পারে না।" বৃদ্ধরূপী পাপপুরুষ বলিল "এব্রাহিমের এইরূপ বিশ্বাস যে এস্‌মায়িলকে বলিদান করিবার জন্য সে আদিষ্ট হইয়াছে।" তখন হাজ্জেরা বলিলেন "যদি তিনি বলিদানে আদিষ্ট হইয়া থাকেন তবে প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ মন প্রাণে পালন করিতে আমরা প্রস্তুত। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অপেক্ষা কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ।" তখন বৃদ্ধ নিরাশ হইয়া হাজ্জেরার নিকট হইতে চলিয়া গেল, এস্‌মায়িলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিল, "এস্‌মায়িল, পিতা তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, অবগত আছ?" এস্‌মায়িল বলিলেন "এক বন্ধুর সন্নিধানে লইয়া যাইতেছেন।"

পাপাত্মর বলিল "না, তোমাকে হত্যা করিতে লইয়া যাইতেছেন।" এস্‌মায়িল বলিলেন "পিতা পুত্রকে হত্যা করেন ইহা কি কখন দেখিয়াছ?" তখন সে বলিল "এব্রাহিম মনে করিতেছে যে ঈশ্বর তাহাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন।" এস্‌মায়িল বলিলেন "ঈশ্বরের এ প্রকার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহা শিরোধার্য্য।" শয়তান এস্‌মায়িলের নিকট নিরাশ হইয়া এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিল "সাধো, তুমি পুত্রকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "এই পর্ব্বতের গুহায় কোন প্রয়োজনে যাইতেছি।" বৃদ্ধ বলিল, তুমি তাহাকে বলিদান করিতে লইয়া যাইতেছ, আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যে মনে করিতেছ ঈশ্বর এরূপ আদেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং শয়তান স্বপ্নে দর্শন দিয়া এই কথা বলিয়াছে যে আপন পুত্রকে বলিদান কর, সাবধান! শয়তানের কথায় স্বীয় স্নেহাস্পদ তনয়কে বধ করিও না, পরে সন্তাপিত হইবে, সেই সময় অনুতাপ করিয়া কোন লাভ হইবে না।" তখন এব্রাহিম বুঝিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধই শয়তান, দূর হও বলিয়া ধম্‌কাইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন "নিশ্চয় ঈশ্বর আমার এই হৃদয়নন্দন পুত্র এস্‌মায়িলকে বলিদান করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, আমা দ্বারা ও আমার সন্তান দ্বারা তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না।" এই কথা শুনিয়া বর্ষীয়ান্ ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিল। পর্ব্বতের ভিতর হইতে এই রূপ শব্দ হইল, "এস্‌মায়িল, এইক্ষণ পিতা তোমার শোনিতপাত করিবে, আমার গর্ভে তোমার কবর হইবে।" পর্ব্বতে এই ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইল শুনিয়া এস্‌মায়িল বলিলেন "পিতঃ, পর্ব্বত আমাকে এই আশ্চর্য্য কথা শুনাইতেছে।" তিনি যাহা শুনিয়া ছিলেন তাহা পিতাকে জানাইলেন। এব্রাহিম বলিলেন "বৎস, উহা পাপপিশাচের উক্তি, পর্ব্বতের ভিতর হইতে সে এই কথা বলিতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ করিও না।" অতঃপর এব্রাহিম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গিরিগুহায় লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন "বৎস, সত্যই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে তোমাকে বলিদান করিতেছি, এইক্ষণ তোমার কি অভিপ্রায়।" এস্‌মায়িল এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও কিছুই বিচলিত হইলেন না, শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন

"পিতঃ, প্রভু পরমেশ্বর কি আমাকে বলিদান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন?" এব্রাহিম বলিলেন। "হাঁ, তিনি আদেশ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া এস্‌মায়িল অক্ষুব্ধমনে বলিলেন "এই দেহ প্রভুর কার্য্যে ব্যয় হইবে আমার সৌভাগ্যের বিষয়, প্রভুর আদেশ হইয়া থাকিলে আর বিলম্ব করিবে না, কেননা বিলম্ব হইলে আজ্ঞা সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সত্বর আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গলদেশে ছুরিকা অর্পণ কর।" পরে বা স্নেহবশতঃ এব্রাহিম বলিদানে সঙ্কুচিত হন এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নিজে অধৈর্য্য ও অনিচ্ছুক হন, এজন্য এস্‌মায়িল বলিদানে সত্বর হইবার জন্য পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিরূপ প্রণালীতে বন্ধন ও স্থাপন করিয়া বলিদান করিতে সহজ হইবে নিজেই পিতাকে তাহা বলিয়া দিলেন। এব্রাহিম এস্‌মায়িলকে তদ্রূপ বন্ধন ও বেদীর উপর স্থাপন করিয়া ছুরিকা হস্তে বলিদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন সময় অধ্যাত্ম জগতের এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন "এব্রাহিম, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, ক্ষান্ত হও, স্নেহভাজন পুত্রকে আর বলিদান করিতে হইবে না, তুমি আমার যথার্থ দাস, এইক্ষণ তোমার প্রতি আমার কৃপা প্রকাশের সময় উপস্থিত, পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি কর, যাহা তোমার নয়নগোচর হয় তাহা আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।" এই মহাবাণী শ্রবণে এব্রাহিম পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, একটি প্রাচীন মেষ পর্ব্বত হইতে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই মেষটিকে যাইয়া ধরিলেন, এবং এস্‌মায়িলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে সেই মেষটিকে বলিদান করিলেন। তখন পিতাপুত্র উভয়ে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া আনন্দমনে গৃহে চলিয়া গেলেন।

কাবা মন্দির স্থাপন।

হাজেরার আগমনের পর মক্কার অরণ্য কি প্রকারে লোকালয়ে পরিণত হয় পূর্ব্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে, ক্রমে লোক বৃদ্ধি হইয়া নগরে পরিণত

হয়। এব্রাহিম হইতেই মক্কা নগরের সূত্রপাত ও তাঁহা হইতেই সেই স্থান তীর্থে পরিণত হইয়া উঠে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তথায় এক মন্দির স্থাপন করেন। এব্রাহিম স্বয়ং স্থপতি হইয়া এস্‌মায়িলের সাহায্যে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। এব্রাহিম প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দিরই বর্ত্তমান কাবা মন্দির। ইহার এইক্ষণ পূর্ব্বের অবস্থা নাই, পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার করিতে হইয়াছে। এব্রাহিমের সময় হইতেই এই মন্দিরের মহা গৌরব ও মাহাত্ম্য, এইক্ষণও নানাদেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসিয়া এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর এব্রাহিমের পদচিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। কাল ক্রমে প্রতিমার বিনাশকারী এব্রাহিমের এই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হয়, বহুকাল যাত্রিকগণ এখানে প্রতিমা দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে আইসে। অনন্তর প্রায় তের শত বৎসর হইল এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ সেই সমুদয় প্রতিমা ধ্বংস করিয়া কাবামন্দিরে অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তদবধি কাবার সঙ্গে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব নাই।

এব্রাহিমের দান ও আতিথ্য সৎকার।

এব্রাহিমের অগণ্য গোমেষাদি পশু ছিল, তিনি সেই পশুপাল চরাইতেন ও তদ্দ্বারা উপজীকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন একজন ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকটে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তৎশ্রবণে এব্রাহিম প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া সেই ভিক্ষুককে নিজের সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করেন। এব্রাহিম অতিথিকে অত্যন্ত আদর করিতেন, আতিথ্য সৎকারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। একদিন তিনি একত্র ভোজন করিবার আকাঙ্ক্ষায় অতিথির অন্বেষণ করিতে ছিলেন। পথে এক বৃদ্ধকে পাইয়া গৃহে লইয়া আইসেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মবিরোধী ছিল, এব্রাহিম ইহা জানিতে পাইয়া

অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তাহার মন পরিবর্ত্তনের জন্য বহুচেষ্টা করিলেন, কোন মতেই সে, ধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হইল না। এব্রাহিমের পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হইয়া ভোজন না করিয়াই চলিয়া গেল। তখন পরমেশ্বর এব্রাহিমকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন "এব্রাহিম, আমি এই বৃদ্ধকে তাহার বিদ্রোহিতা সত্ত্বে চিরজীবন অন্নদান করিয়াছি, আমার ভাণ্ডার তাহার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, অদ্য এক দিনমাত্র অন্নের জন্য তোমার প্রতি সে অর্পিত হইয়াছিল, হায়! তাহাকে তুমি অন্নে বঞ্চিত করিয়া ক্ষুধিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলে।" এব্রাহিম এই বাণী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের পশ্চাতে দৌড়িলেন, ও সবিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ পূর্ব্বে অনাদর পরে আদর করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এব্রাহিম সেই প্রত্যাদেশের কথা জানাইলেন। এই কথা বৃদ্ধের মনে অভিশয় সংক্রামিত হইল। এই বিষম বিদ্রোহী পাষণ্ডের প্রতি তাঁহার এত দয়া এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের একজন পরম ভক্ত হইল।

এব্রাহিমের পুত্র মদয়ন।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের পুত্র মদয়ন সারার গর্ভজাত, না হাজেরার তাহার নিশ্চয় তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। বোধ করি মদয়ন হাজেরার গর্ভোৎপন্ন এস্মায়িলের অনুজ ছিলেন। সারা বন্ধ্যা বলিয়াই প্রসিদ্ধা। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার গর্ভে একমাত্র এস্হাক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন এস্হাক তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নহেন, পালিত পুত্র ছিলেন। মদয়নের বংশোৎপন্ন লোকেরা মদয়ন জাতি বলিয়া খ্যাত হয়। কোরাণশরিফে ঈশ্বরের উক্তিস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে "মদয়ন জাতির প্রতি তাঁহার ভ্রাতা শোঅয়বকে (প্রেরণ করিয়া ছিলাম")। তফ্সিরে বিবৃত হইয়াছে যে "মদয়ন জাতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই প্রকার তুল ও পরিমাণ যন্ত্র রাখিত, বৃহৎ যন্ত্রদ্বারা ক্রয় ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা বিক্রয় করিত, এইরূপে তাহারা সকলকে ঠকাইত। শোঅয়ব এই প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইবার

জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন। মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন, সেই মদয়নের বংশোদ্ভব লোকদিগকে মদয়ন জাতি বলে, তাহাদের প্রতি শোঅয়ব প্রেরিত হইয়াছিলেন।" মদয়ন নম্‌রুদের কন্যা রগজার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি পরীক্ষা ব্যাপারের পর এব্রাহিমের প্রতি রগজার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়া ছিল, তখন তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া ধর্ম্মগ্রহণ করেন। নম্‌রুদ কন্যার এই আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া বহু বৎসর নানা প্রকার যন্ত্রণা দান করে। অবশেষে রগজা পরমেশ্বরের অদ্ভুত কৌশল ও কৃপা বলে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন। এব্রাহিম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল এব্রাহিমের সঙ্গে দেশ পর্য্যটনে থাকিয়া নানা প্রকার কষ্টভার বহন করিয়াছিলেন। তৎপর এব্রাহিম স্বীয় পুত্র মদয়নের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। রগজার গর্ভে মদয়নের ক্রমে বিংশতি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এব্রাহিমের জীবনের মহত্ত্ব।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের প্রতি হজরত মোহম্মদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তিনি আপনাকে তাঁহার অনুবর্ত্তী বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন ও লোকদিগকে বলিয়াছেন যে তোমরা এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর। মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনে প্রত্যাদেশের গৌরব আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছে। তিনি পরমেশ্বরের একান্ত অনুগত জলন্ত বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন, ঈশ্বরাদেশ ও তাঁহার প্রেমের অনুরোধে আপন শরীর স্ত্রী পুত্র সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হাসিতে হাসিতে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন, ঘোর অরণ্যে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, এক ভিক্ষুকের মুখে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিলেন। ফলাফল চিন্তা কিছুই করিলেন না। ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ঈশ্বরের একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্য কাহাকে বলে তিনি আপন জীবন দ্বারা যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ বিরল।

এব্রাহিম দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ছিলেন, কেহ বলেন যে তিনি দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। কেহ বলেন পঞ্চান্নব্বই বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিম হইতে ত্বক্‌চ্ছেদ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, এব্রাহিম প্রথম পাদুকা ও পায়জামা পরিধান করেন।

BOYS' READING CLUB.

উপদেশবাণী।

পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বিংশতি পুস্তিকা দান করিয়া ছিলেন। প্রায় সকল পুস্তিকাই উপদেশপূর্ণ, সেই সকল উপদেশের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

" হে মানব, তোমার প্রাত্যহিক উপাসনা সাধনের জন্য আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন, তুমিও আমার প্রদত্ত প্রাত্যহিক উপজীবিকা লাভ করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

হে মানব, যাহা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ভবিষ্যদ্দিবসের জন্য প্রেরণ কর।

হে মানব, যিনি তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ তুমি তাহাকে দান কর।

হে মানব, তুমি সমগ্র জীবন অনিত্য সংসার উপার্জ্জনে ব্যয় করিলে, পরলোক সাধন কখন করিবে?

হে মানব, আমি তোমার চক্ষুর উপর আবরণ এজন্য সৃজন করিয়াছি যে কুদৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে চক্ষুকে অবরোধ করিবে, এবং তোমার মুখের উপর অধরোষ্ঠরূপ কপাট এজন্য স্থাপন করিয়াছি যে কুবাক্য বলিবার উপক্রম হইলে তাহা দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে।

হে মানব, যাহারা বহু আশা করিয়া সংসারান্বেষণ করে ও অল্প অনুষ্ঠান করিয়া পরলোক আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাদিগের কথা ঋষিদিগের ন্যায় কিন্তু কার্য্য কপটের; যাহারা দান না পাইলে অসহিষ্ণু হয়, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না, তুমি তাহাদিগের দলভুক্ত হইও না।

হে মানব, যে ব্যক্তি নিজের জন্য তোমাকে প্রেম করে সে প্রেম করে না, আমি তোমাকে তোমার জন্য প্রেম করিতেছি, সাবধান, আমা হইতে দূর হইও না।

হে মানব, তোমার গলায় নিজের ও অন্যের দোষের ঝুলী ঝুলিতেছে, তুমি অন্যের দোষের প্রতি চক্ষু স্থাপন করিয়া আছ, আপন দোষের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছ, ইহা উচিত নয়।

হে মানব, যদি তুমি স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা কর তবে প্রভু পরমেশ্বরের ভজনা করিতে থাক, যে কার্য্য আমার প্রিয় তুমি তাহা কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রিয় যাহা, তাহা সম্পাদন করিব। তুমি নরককে ঘৃণা কর, তোমার ঈশ্বরও পাপকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তুমি আমার ঘৃণার সামগ্রীকে অর্থাৎ পাপকে পরিত্যাগ কর, আমিও তোমার ঘৃণার সামগ্রী নরক হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।

হে মানব, সংশয় হইতে দূরে থাক তাহা হইলে আমাকে জানিতে পাইবে; ভোগে বিরক্ত হও তাহা হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে; এবং আমার ভজনার জন্য আপনাকে প্রস্তুত কর আমার সঙ্গে মিলিত হইবে।

দুঃখী মানব সংসারেরর জন্য যাহা করিয়া থাকে স্বর্গ লোকের জন্য যদি তাহা করে তবে ঈশ্বর তাহাকে অবাধে স্বর্গে লইয়া যান; ঈশ্বর যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করে তবে ঈশ্বর তাহাকে পৃথিবীতে ভাগ্যবান্ করেন; যদি সে অবৈধ পরিত্যাগ করে তবে স্বীয় ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে; এবং যদি অসত্য পরিত্যাগ করে তবে সে একজন ঈশ্বরের সত্য বন্ধু হয়।

হে মানব, যাহা তোমার আছে তাহা হইতে ভিক্ষুক দরিদ্রকে বঞ্চিত করিও না, তাহা হইলে আমিও তোমা হইতে দয়া বঞ্চিত করিব না, আমি যেমন তোমার অতিথিকে আদর করি তুমি আমার অতিথিকে সেরূপ আদর করিও। এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো, কে তোমার অতিথি?" প্রত্যাদেশ হইল, "যে দীন হীন ভিক্ষুক তোমার নিকটে উপস্থিত হয় সে আমার অতিথি।"

তোমরা সর্ব্বদা পাপ করিতেছ, আমি পূর্ণ ক্ষমাশীল, আমার নিকটে

প্রত্যাগমন কর ও অনুতাপ কর, তাহা হইলে তোমারা যাহা করিয়াছ ক্ষমা করিব, সঙ্কুচিত হইব না।

হে মানব, যখন তোমার ক্রোধ হয় তখন আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমি দয়ার সহিত তোমাকে স্মরণ করিব।

হে মানব, যে ব্যক্তি অল্প উপজীবিকা লাভে আমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমিও অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট।

হে মানব, তিনটি বস্তু আছে তাহার একটির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ, আর একটির সঙ্গে তোমার বিশেষ সম্বন্ধ, অপরটি তোমার ও আমার মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ। প্রথমটি তোমার শরীরস্থ আত্মা, দ্বিতীয়টি তোমার ক্রিয়া, তৃতীয়টি প্রার্থনা।

হে মানব, "ঈশ্বর বৈ উপাস্য নাই" এই কথা বলিয়া কেহ কখন স্বর্গে যায় না। যে ব্যক্তি তৎসঙ্গে এই কয়েকটি অনুষ্ঠান করে, যথা;—আমার মন্দিরে বিনীত হয়, আমার প্রসঙ্গে জীবন যাপন করে, আমার অনুরোধে অবৈধ বিষয় হইতে আত্মাকে নিবৃত্ত রাখে, আমার সন্তোষের জন্য দীন দুঃখী দিগকে আপনার পার্শ্বে স্থান দান করে, অনাথের প্রতি দয়া করে, ফকির দিগের সঙ্গে সদ্ভাব করে, সেই স্বর্গে যায়।

হে মানব, যে পরিমাণে তোমার মন সংসারের প্রতি অনুরাগী হইবে সে পরিমাণে তোমার অন্তরহইতে আমার প্রেম প্রত্যাহৃত হইবে, যে পরিমাণে তুমি সংসারে লোভী হইবে সে পরিমাণে আমি তোমাহইতে ধর্ম্মের মিষ্টতাকে দূর করিব।

হে মানব, তোমাকে আমি বিষয় সঞ্চয় করিবার জন্য সৃষ্টি করি নাই, ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

হে মানব, পুনঃ পুনঃ আমার সান্নিধ্য অন্বেষণ কর, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তুমি আমার প্রতিবেশী হও, তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীদিগের সঙ্গে সহবাস করিয়া আমার সন্তোষ অন্বেষণ কর, অসত্যকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে ও অন্য এক সময়ে আমাকে কিছুকাল স্মরণ কর, আমি এই দুই সময়ের মধ্যে তোমার প্রতি প্রচুর কল্যাণ বিধান করিব।

হে মানব, তুমি প্রার্থনায় শ্রান্ত হইও না, আমি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে

শ্রান্ত নহি ; যদিচ বহুপাপ করিয়াছ তথাপি আমার দয়ায় নিরাশ হইও না, আমার দয়া সকলের প্রতি উন্মুক্ত।

হে মানব, তোমার প্রার্থনা ও অন্বেষণ ব্যতিরেকে আমি স্বীয় দয়া গুণে তোমাকে ধর্ম্মবিশ্বাস দিয়াছি, অতএব প্রার্থনা ও অন্বেষণ সত্বে কেমন করিয়া আমি তোমাকে স্বর্গ দানে কৃপণতা করিব ?

হে মানব, যে ব্যক্তি তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন হয় তুমি তাহার সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইও. যে ব্যক্তি তোমাকে দানে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান করিও, যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথা বলে না তুমি তাহার সঙ্গে কথা বলিও, যে ব্যক্তি তোমার ক্ষতি করে তুমি তাহার হিত সাধন করিও, তাহা হইলে তুমি স্বর্গবাসী অগ্রগামী লোকদিগের একজন হইবে।

এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, যে ব্যক্তি তোমার ভয়ে মুখমণ্ডল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে সে, কি পুরস্কার পাইবে ?" পরমেশ্বর বলিলেন "তাহার পুরস্কার আমার ক্ষমা, আমার স্বর্গ" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, যে ব্যক্তি বিধবারও নিরাশ্রয় বালকের আশ্রয় হয় তাহার কি পুরস্কার ?" ঈশ্বর বলিলেন "আমি আপন স্বর্গের আশ্রয়ে তাহাকে রক্ষা করি।"

[সম্পূর্ণ।]